রাসূল ﷺ এর বাল্যকাল

ইসলামী বোনদের সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

Contents

দরূদ শরীফের ফযীলত.. 3
বয়ান শোনার নিয়ত 3
হযরত আব্দুল মুত্তালিবের স্বপ্ন.. 4
রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুধমাতাগণ.................................. 6
!الله !الله ওই শৈশবের কী অপরূপ সৌন্দর্য 8
রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক সত্তার বিস্ময়কর বরকতসমূহ....... 10
মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব পরিচিতি.................................... 12
কখন কখন بِسۡمِ اللهِ পড়া উচিত?.. 15
প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক অস্তিত্বের বরকত.................. 18
ইয়েমেনে সফর... 19
শয়ন ও জাগরণের সুন্নাত ও আদব 20

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَصَلُّوْا عَلَيَّ فَاِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِيْ

অর্থাৎ তোমরা যেখানেই থাকো আমার প্রতি দরুদ পাঠ করো কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে। **(মু'জামু কবীর, ৩/৮২, হাদীস: ২৭২৯)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়ত

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভাল ভাল নিয়ত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়ত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মুজামুল কাবীর, সাহাল বিন সাআদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

অতএব নিজের অবস্থার প্রেক্ষিতে ভালো ভালো নিয়ত করে নিন! যেমন; ✯ **আল্লাহ**র সন্তুষ্টির জন্য বয়ান শুনবো ✯ আদব সহকারে বসবো ✯ এদিক সেদিক তাকানোর পরিবর্তে দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনযোগ

সহকারে বয়ান শুনবো ✯ বয়ান শুনে এর উপর আমল করার চেষ্টা করবো ✯ বয়ানের যতটুকু অংশ মনে থাকবে, তা অপরের নিকট পৌঁছে দিয়ে ইলমে দ্বীন প্রসারের সাওয়াব অর্জন করবো। اِنْ شَآءَ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হযরত আব্দুল মুত্তালিবের স্বপ্ন

অনেক বড় আশিকে রাসূল হযরত ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যিনি জাগ্রত অবস্থায় ৭৫বার প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত করেছেন, তিনি লিখেন: (প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দাদাজান) হযরত আব্দুল মুত্তালিব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন যে, (একবার) আমি হাজরে আসওয়াদের পাশে ঘুমাচ্ছিলাম তো একটা ভয়ানক স্বপ্ন দেখলাম, যার কারণে আমার ভেতর অনেক ভয় সঞ্চার হলো, অতঃপর আমি একজন কুরাইশী ভাগ্য গণনাকারীর কাছে গেলাম আর বললাম আমি রাতের স্বপ্নে একটি বৃক্ষ দেখতে পেয়েছি, যার উচ্চতা আকাশ ছুঁয়েছে এবং শাখা-প্রশাখা পূর্ব থেকে পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়েছে। সেই গাছ থেকে নির্গত নূরের উজ্জ্বলতা সূর্যের আলোর চেয়ে ৭০ গুণ বেশি। তার সামনে আরব ও অনারব সিজদানত রয়েছে এবং তার মহিমা, আলো ও উচ্চতা প্রতি মুহূর্তে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক মুহূর্তে তা অদৃশ্য হয়ে যায়, তো পর মুহূর্তেই প্রকাশ পায়। কুরাইশদের একটি দল তার শাখা-প্রশাখা আঁকড়ে ধরে আছে, অন্যদিকে আরেকটি দল তা কেটে ফেলতে চায়। যখনই এই দলটি তা কাটার জন্য কাছে পৌঁছাল, তখনই এক যুবক তাদের ধরে ফেলল। এত রূপ-সৌন্দর্যের অধিকারী এবং পরিচ্ছন্নতা ও সুবাসে সুবাসিত যুবক আমি আর কখনো দেখিনি। এরপর

এই সুন্দর যুবকটি সেই দলের লোকদের কোমর ভেঙে দিল এবং তাদের চোখ উপড়ে ফেলল।

আমি বৃক্ষটির ফল নেওয়ার জন্য হাত বাড়ালাম কিন্তু কিছু নিতে পারলাম না। অবশেষে আমি জিজ্ঞাসা করলাম এটির ফল কে নিতে পারবে? উত্তর পেলাম: শুধুমাত্র ওইসব ব্যক্তি যারা শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে আছে। এরপর আতঙ্কিত অবস্থায় আমার চোখ খুলে গেল। হযরত আব্দুল মুত্তালিব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন, আমি যখন গণকের মুখের দিকে তাকালাম, তখন তার মুখের রঙ উড়ে গিয়েছিল (অর্থাৎ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল), এরপর সে ব্যাখ্যা করল: যদি তোমার স্বপ্ন সত্য হয়ে থাকে, তবে তোমার পৃষ্ঠদেশ (বংশ) থেকে এমন এক সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, যিনি পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক হবেন এবং এক বিশাল সৃষ্টি তাঁর সৌন্দর্য ও মহিমা দেখে তাঁর অনুগামী হয়ে যাবে। **(খাসায়িসুল কুবরা, বাবু রু'য়া আব্দুল মুত্তালিব, ১/৬৭)**

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! হযরত আব্দুল মুত্তালিব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ যেই নূরটি স্বপ্নে দেখেছেন তিনি ১২ই রবিউল আউয়াল শরীফ, মোতাবেক ২০শে এপ্রিল ৫৭১ খ্রিষ্টাব্দ, সোমবারের সুবহে সাদিকের উজ্জ্বল, আলোকিত ও মনোহর মুহূর্তে আমাদের প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সুরতে চিরন্তন সৌভাগ্য ও অনন্ত আনন্দের নূর হয়ে মক্কা মুকাররমায় জন্মগ্রহণ করেন।

(আল মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া লিল কুস্তলানী, ১/৬৬-৭৫)

আল্লাহ্ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শুভ জন্মগ্রহণের সাথে সাথেই অন্ধকারের মেঘ কেটে গেল, ইরানের সম্রাট কিসরার রাজপ্রাসাদ কেঁপে উঠল এবং তার চৌদ্দটি (১৪) গম্বুজ ভেঙে পড়ল, ইরানের অগ্নিকুণ্ড যা এক হাজার (১০০০) বছর ধরে প্রজ্জ্বলিত ছিল তা

নিভে গেল, সাওয়া নদী শুকিয়ে গেল এবং কাবা শরীফ আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠল। **(বসন্তের প্রভাত, পৃষ্ঠা ২)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুধমাতাগণ

আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র বেলাদতের পর সর্বপ্রথম তাঁর আম্মাজান হযরত বিবি আমেনা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا তাঁর কলিজার টুকরাকে দুধ পান করিয়েছেন এরপর আবু লাহাবের আযাদকৃত কন্যা হযরত সুওয়াইবা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এই সৌভাগ্য অর্জন করেন। এদের পর তাঁকে দুধ পান করানোর সৌভাগ্য অর্জন করেন হযরত হালিমা সাদিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهَا। **(সিরাতে রাসূলে আরবী, পৃষ্ঠা ৫৯)** যেই সৌভাগ্যবান মহিলারা রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দুধ পান করানোর সৌভাগ্য করেছেন তাঁদের মধ্যে হযরত উম্মে আয়মন رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর মুবারক নামও রয়েছে।

(সিরাতে হালবিয়া, বাবু যিকরু রদ্বাআ ওয়ামা ইত্তেসালু বিহি, ১/১২৪)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! যেই সৌভাগ্যবান মহিলারা রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দুধ পান করানোর সৌভাগ্য অর্জন করেছেন, ওইসব মহিলাদের ঈমানের দৌলত নসীব হয়েছে।

হযরত হালিমাতুস সাদিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهَا ঈমানের দৌলত অর্জন করা ছাড়াও অন্যান্য আরও যেসব বরকত দ্বারা ধন্য হয়েছেন আসুন! এই ব্যাপারে রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক বাল্যকালে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনা শ্রবণ করি।

শায়খুল হাদীস হযরত আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর কিতাব ‘সিরাতে মুস্তফা’ তে লিখেন: আরবের সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলোর অভ্যাস ছিল যে, তাঁরা নিজেদের সন্তানদের দুধ পান করানোর জন্য আশপাশের গ্রামগুলোতে পাঠিয়ে দিতেন। গ্রামের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আবহাওয়ায় শিশুদের শারীরিক স্বাস্থ্য ও শরীর গঠন যেমন ভালো হতো, তেমনি তারা খাঁটি ও ফাসিহ (সাবলীল) আরবি ভাষাও শিখতে পারত। কারণ বহিরাগত লোকদের মেলামেশার ফলে শহরের ভাষা খাঁটি, ফাসিহ ও বলিগ (অলংকারপূর্ণ) থাকত না। হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দুধ পান করানোর সৌভাগ্য হযরত হালিমাতুস সাদিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهَا অর্জন করেছেন। তিনি রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শৈশবে দুধ পানকালীন মুজিযাসমূহ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: আমি বনু সা'দ গোত্রের নারীদের সাথে দুধপোষ্য শিশুদের সন্ধানে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। আমার কোলে একটি শিশু ছিল, কিন্তু অভাব-অনটন ও দরিদ্রতার কারণে আমার স্তনে তাকে পেট ভরে দুধ পান করানোর মতো পর্যাপ্ত দুধ ছিল না। সারারাত শিশুটি ক্ষুধার তাড়নায় ছটফট করত এবং কান্নাকাটি করত, আর আমরা তাকে শান্ত করার এবং সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করে পুরো রাত বসেই কাটিয়ে দিতাম। আমাদের কাছে একটি উটনীও ছিল, কিন্তু সেটির ওলানেও কোনো দুধ ছিল না। মক্কা মুকাররমার সফরে আমি যে খচ্চরের পিঠে সওয়ার ছিলাম, সেটিও এতটাই শীর্ণ ও দুর্বল ছিল যে কাফেলার অন্যান্যদের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারছিল না; আমার সহযাত্রীরাও এর ওপর অতিষ্ট হয়ে পড়েছিল। চরম কষ্ট ও কঠিন পথ অতিক্রম করে এই সফর শেষ হলো। (অবশেষে এই কাফেলা মক্কায় পৌঁছে গেল এবং বনু সা’দের নারীরা দুধ পান করানোর জন্য ঘরে ঘরে গিয়ে শিশুর সন্ধান

করতে লাগল। সেইসব নারীদের সকলেই দুধ পান করানোর জন্য শিশু পেয়ে গেল, কিন্তু হযরত হালীমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا দুধ পান করানোর জন্য কোনো শিশু পেলেন না। দীর্ঘক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর অবশেষে হযরত হালিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর সুপ্ত ভাগ্য জেগে উঠল এবং রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর কোলে আগমন করলেন।) **(সিরাতে মুস্তফা, পৃষ্ঠা ৭৩)**

اللہ! اللہ! ওই শৈশবের কী অপরুপ সৌন্দর্য

হযরত হালিমাতুস সাদিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا যখন হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে নেওয়ার জন্য রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সুমহান ঘরে গেলেন তো বললেন: আমি দেখলাম যে রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দুধের চেয়েও ধবধবে সাদা পশমী কাপড়ে জড়ানো ছিলেন, যা থেকে মেশক ও আম্বরের সুবাস ছড়িয়ে পড়ছিল। নিচে একটি সবুজ রঙের রেশমী কাপড় বিছানো ছিল আর তিনি পিঠ ঠেকিয়ে পরম শান্তিতে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন।

হযরত হালিমাতুস সাদিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বলেন: আমি চাইলাম যে, রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ঘুম থেকে জাগ্রত করবো কিন্তু তখনই তাঁর চক্ষু মুবারক খুলে গেল। এরপর আমি ধীরে ধীরে তাঁর কাছাকাছি হয়ে আমার হাতে উঠিয়ে রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বুকের উপর হাত রাখলাম তো রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর চেহারা মুবারকে মুচকি হাসি ভেসে উঠল এবং তাঁর চক্ষু খুলে দিল আর আমাকে দেখতে লাগল, যখনই রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমার দিকে দৃষ্টি দিলেন, তাঁর পবিত্র চক্ষু মুবারক থেকে নূর নির্গত হলো, যেটা আসমানের দিকে প্রসারিত হলো। আমি আদর ও ভালোবাসায় রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কপালে চুম্বন দিলাম।

(মাদারিজুন নবুয়ত, ২/১৯)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! নিশ্চিত এটি আল্লাহ পাকের মহান অনুগ্রহ ছিল যে, হযরত হালিমাতুস সাদিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর ঘুমন্ত ভাগ্য জাগ্রত হয়ে উঠল এবং নবীয়ে দোজাহান صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তার কোলে আগমন করলেন। তাঁর তাবুতে এনে যখন তিনি দুধ পান করাতে বসলেন তখন রহমতের বৃষ্টির মতো নবুয়তের বরকতসমূহ প্রকাশ পাওয়া শুরু হলো, খোদার শান দেখুন হযরত হালিমাতুস সাদিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর স্তনে এত পরিমাণ দুধ নেমে এলো যে, রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এবং তাঁর দুধভাই দুজনেই পেট ভরে দুধ পান করলেন এবং নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লেন। অন্যদিকে উটনীটির দিকে তাকিয়ে দেখা গেল, সেটির ওলানও দুধে ভরে গেছে। হযরত হালিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর স্বামী তার দুধ দহন করলেন এবং স্বামী-স্ত্রী দুজনেই তৃপ্তি সহকারে পেট ভরে দুধ পান করলেন। ফলে পুরো রাত পরম সুখ ও শান্তিতে ঘুমানোর সৌভাগ্য তাঁদের নসীব হলো।

হযরত হালিমাতুস সাদিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর স্বামী রাসূলে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর এই বরকত দেখে অবাক হয়ে গেলেন আর বলতে লাগলেন: হালিমা! তুমি সত্যিই পবিত্র একটি বাচ্চা নিয়ে এসেছো। হযরত হালিমাতুস সাদিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বললেন, আসলেই আমারও এই ধারণা।

(সিরাতে হালবিয়া, ১/১৩২। মুসনদে আবি ইয়া'লা, ৬/১৭১, হাদীস: ৭১২৭)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক সত্তার বিস্ময়কর বরকতসমূহ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্তার বরকতের কোন সীমা নেই, রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত হালিমাতুস সাদিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর ঘরকে তাঁর আগমনের সম্মান দান করেছে চারিদিকে বাহার চলে এসেছে, রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্তার বরকতে না শুধু হযরত হালিমাতুস সাদিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বরকত পেয়েছেন বরং তাঁদের পশুও রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে খুব খুব ফয়েয ও বরকত লাভ করেছে, যেমনটি

হযরত হালিমা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন: (যখন) আমি রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কোলে নিয়ে মক্কা শরীফ থেকে নিজের গ্রামের দিকে রওনা করলাম তখন আমার সেই আগের খচ্চরটি এতো পরিমাণ দ্রুতগামী হতে লাগল যে, কোন আরোহী তার আশেপাশে আসতে পারছিল না, কাফেলার মহিলারা অবাক হয়ে আমাকে বলতে লাগল যে, হে হালিমা! এটা কি সেই খচ্চর যার উপর আরোহন করে তুমি এসেছিলে নাকি অন্য আরেকটি দ্রুতগামী খচ্চর ক্রয় করেছো? মোটকথা আমরা যখন আমাদের ঘরে পৌঁছলাম তখন সেখানে চরম দুর্ভিক্ষ চলছিল, সমস্ত পশুর স্তনে দুধ শুকিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু আমার ঘরে কদম রাখতেই আমার ছাগলগুলোর স্তনে দুধ এসে ভরে গেল, এখন প্রতিদিন আমার ছাগলগুলো যখন মাঠে চড়ে এসে ঘরে ফিরে আসে তখন তাদের স্তন দুধে ভরা থাকে অথচ পুরো মহল্লায় আর কারো পশুর মধ্যে এক ফোটা দুধও পাচ্ছিল না, আমার গোত্রের লোকেরা তাদের রাখালদের বলল যে, তোমরাও আমাদের

পশুগুলোকে ওই জায়গায় চড়াবে যেখানে হালিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর পশুগুলো চড়ে। কাজেই সবাই একই চারণভূমিতে নিজেদের গবাদিপশু চরাতে লাগল, যেখানে আমার ছাগলগুলো চরত। কিন্তু এখানে চারণভূমি বা জঙ্গলের তো কোনো ভূমিকাই ছিল না; এটি তো ছিল রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নবুয়তের বরকতের ফয়েয (দান), যা আমি ও আমার স্বামী ছাড়া আমার গোত্রের আর কেউ বুঝতে পারছিল না।

(সিরাতে মুস্তফা, পৃষ্ঠা ৭৫)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের মাহবুব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বেড়ে ওঠা অন্য শিশুদের চেয়ে অনন্য ছিল। অর্থাৎ তাঁর পবিত্র শরীরের বৃদ্ধি অন্য শিশুদের তুলনায় সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। মাত্র এক দিনে প্রিয় আক্বা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মুবারক শরীরে এতটুকু বৃদ্ধি ও শক্তি চলে আসত, যতটুকু সাধারণত অন্য শিশুদের এক মাসে আসে।

হযরত ইমাম আব্দুল্লাহ মারওয়াযী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বর্ণনা করেন, যখন রাসূলে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মুবারক বয়স ২ মাস হলো, তখন তিনি শিশুদের মতো হাঁটু গেড়ে (হামাগুড়ি দিয়ে) চলতে লাগলেন। ৩ মাস বয়সে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াতে লাগলেন। ৪ মাস বয়সে দেয়ালের সাথে হাত রেখে চারপাশে হেঁটে বেড়াতেন। ৫ মাস বয়সে তাঁর চলাফেরার পূর্ণ শক্তি অর্জিত হয়ে গিয়েছিল। যখন মুবারক বয়স ৬ মাসে পৌঁছাল, তখন তিনি দ্রুত হাঁটতে শুরু করেন। ৭ মাসে পৌঁছালে সবদিকে সুন্দরভাবে দৌড়াতেন এবং ৮ মাসের হলে এমনভাবে কথা বলতেন যে, তা স্পষ্টভাবে বোঝা যেত। ৯ মাস বয়সে তিনি প্রাঞ্জল ও সাবলীল ভাষায় কথা বলতে

শুরু করেন। আর যখন রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বয়স মুবারক ১০ মাস হলো, তখন তিনি শিশুদের সাথে তীরন্দাজিতেও সবাইকে ছাড়িয়ে যেতেন এবং বলতেন: لِلّٰهِ دَرُّكَ يَا نَفْسُ اَنَا اِبْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ অর্থাৎ "হে নফস! আল্লাহ তোমার কল্যাণ করুন, আমি আব্দুল মুত্তালিবের পৌত্র (সন্তান)। এই দিনগুলোতে লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কে?" তিনি বললেন, "আমি শক্তির দিক থেকে সবচেয়ে শক্তিশালী একজন আরব, বল্লম চালনায় এদের সবার চেয়ে বেশি বীর এবং দ্বীনের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (رَضِیَ اللهُ عَنْهُ)।

(মাআরিজুন নবুয়ত, পৃষ্ঠা ৫৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর শৈশব মুবারক সম্পর্কিত আরও তথ্যের জন্য মাকতাবাতুল মদীনার বই "সীরাতে মুস্তফা", "সীরাতে রাসূলে আরবী" এবং "সীরাতে মুস্তফা জানে রহমত" অধ্যয়ন করা অত্যন্ত উপকারী। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এসব কিতাবে নবুয়ত প্রকাশ ও হিজরতের আগের ও পরের ঘটনাবলী, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইখতিয়ার বা ক্ষমতা, শৈশব ও পারিবারিক অবস্থা এবং যুদ্ধক্ষেত্রে ঘটনাবলী ছাড়াও জড় পদার্থ (অর্থাৎ নিস্পন্দ জিনিস), উদ্ভিদ (গাছপালা ইত্যাদি), প্রাণী ও জ্বিন ইত্যাদির সাথে সম্পর্কিত মুযিজাসমূহ অত্যন্ত চমৎকারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং আজই মাকতাবাতুল মদীনা থেকে হাদিয়ার বিনিময়ে এই বইগুলো সংগ্রহ করে নিজেও অধ্যয়ন করুন এবং অন্যান্য ইসলামী বোনদেরও এতে

উৎসাহিত করুন। দাওয়াতে ইসলামীর ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকে এই বইগুলো পড়া, ডাউনলোড (Download) এবং প্রিন্ট (Print) করা যাবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন! বরকত অর্জন ও রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ভালোবাসা বৃদ্ধির জন্য তাঁর পবিত্র বাল্যকালের আরও কিছু সুন্দর সুন্দর আমল সম্পর্কে শুনি, যেমন

✯ নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর বয়সের শুরুর দিকে জন্ম হতেই যেসব কথা বলেছেন তা হলো اَللهُ اَكْبَر كَبِيْراً وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْراً, ফেরেশতাগণ তাঁকে দোলনায় দোলাতেন। **(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ১/৩৪৯)**

✯ হযরত আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন, আমি আরজ করলাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাকে আপনার নুবয়তের আলামতই দ্বীনে ইসলামে প্রবেশ করার দাওয়াত দিয়েছিল। আমি দেখলাম যে, তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দোলনায় থাকা অবস্থায় চাঁদের সাথে কথা বলতেন এবং তিনি নিজের আঙুল মুবারক দিয়ে যেদিকে ইশারা করতেন, চাঁদ সেদিকেই হেলে পড়ত। **(জামউল জাওয়ামি, ৩/২১২, হাদীস: ৮৩৬১)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

✯ শিশুদের সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী তিনি কখনোই কাপড়ে মল-মূত্র ত্যাগ করেননি; বরং সর্বদা একটি নির্দিষ্ট সময়ে শৌচকর্ম বা হাজত পূরণ করতেন। **(মাআরিজুন নবুওয়ত, পৃষ্ঠা ৫৬)**

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন থেকে কথা বলা শুরু করেন, بِسْمِ اللهِ পড়া ছাড়া কখনো কোনো কিছুর দিকে হাত বাড়াননি এবং কখনো বাম হাত দিয়ে কোনো কিছু গ্রহণ করেননি।

(মাআরিজুন নবুয়ত, পৃষ্ঠা ৫৬)

✯ হযরত হালিমা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বর্ণনা করেন: দুধপানের বয়সে রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم লালন-পালন ও দেখাশোনার ক্ষেত্রে আমি অনেক আরাম ও স্বস্তি পেয়েছিলাম। **(মাআরিজুন নবুওয়ত, পৃষ্ঠা ৫৬)**

✯ আমি যখন তাঁকে গোসল করাতে চাইতাম, তখন গায়েব (অদৃশ্য) থেকে কেউ আমার আগেই তা করে দিত। **(মাআরিজুন নবুওয়ত, পৃষ্ঠা ৫৬)**

✯ হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অন্যান্য শিশুদের মতো না চিৎকার-চেঁচামেচি করতেন, আর না কান্নাকাটি ও আহাজারি করতেন।

(মাআরিজুন নবুয়ত, পৃষ্ঠা ৫৬)

✯ প্রতিদিন সূর্যের মতো একটি নূর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে হাজির হতো, যা তাঁকে ঢেকে নিত এবং এরপর আবার সরে যেত। **(মাআরিজুন নবুওয়ত, পৃষ্ঠা ৫৬)**

✯ হযরত হালিমাতুস সাদিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বর্ণনা করেন: একদিন হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার কোলে ছিলেন, এমন সময় কয়েকটি ছাগল সেখান দিয়ে অতিক্রম করছিল। সেগুলোর মধ্যে একটি ছাগল এগিয়ে এল এবং দ্রুত তার কপাল মাটিতে রাখল (অর্থাৎ সেজদা করল এবং তারপর) হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র মাথায় চুমু খেয়ে ফিরে গেল।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাল্যকালের পবিত্র স্বভাগুলো কত চমৎকার ছিল যে, তিনি দোলনা থেকে চাঁদের সাথে খেলা করতেন, তিনি সাধারণ বাচ্চাদের কান্না, চিৎকার-চেঁচামেচি করতেন না, তিনি যখন কথা বলা শুরু করেছিলেন তখন সর্বপ্রথম মুখে আল্লাহ পাকের নাম মুবারক নিয়েছেন, তিনি যখন কোনো কিছু নেওয়ার জন্য সামনে হাত বাড়াতেন তখন بِسْمِ اللهِ শরীফ বলতেন এবং লেনদেনের ক্ষেত্রে সর্বদা ডান হাত ব্যবহার করতেন।

কখন কখন بِسْمِ اللهِ পড়া উচিত?

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমাদেরও প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুসরণ করে প্রতিটি জায়িয কাজের পূর্বে بِسْمِ اللهِ শরীফ পড়া দরকার কেননা এর দ্বারা কাজে বরকত হয় এবং যেই কাজের শুরুতে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়া হয় না সেটা অসম্পূর্ণ রয়ে যায় যেমন;

রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ সহকারে শুরু করা না হয় তো সেটা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। **(আদ দুররে মানসুর, ১/২৬)** সুতরাং খাবার খাওয়া, পানি পান করা, কোনো জিনিস রাখা বা উঠানো, দস্তরখানা বিছানো বা উঠানো, তেল লাগানো বা আতর লাগানো, বয়ান করা, নাত শরীফ শোনানো, জুতা পরিধান, দরজা খোলা বা বন্ধ করা, মোটকথা প্রতিটি জায়িয কাজের শুরুতে (যেটাতে শরয়ী কোন নিষেধাজ্ঞা থাকবে না) بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়ার অভ্যাস গড়ে এটির বরকত লুফে নেয়াটা সৌভাগ্যের ব্যাপার।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমাদেরও উচিত প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুসরণ করার নিমিত্তে না কেবল স্বয়ং নিজে রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের উপর আমল করবো বরং নিজেদের সন্তানদেরকেও এই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে এই বিষয়ে খেয়ালা রাখবেন যে তাদেরকে টাটা, পাপা শেখানোর পরিবর্তে শুরুর দিকে আল্লাহ পাকের নাম নেওয়া শেখাবেন, তাদের সাথে খেলার ছলে তাদের সামনে বার বার !اللہ !اللہ বলতে থাকুন, এইভাবে করার দ্বারা اِنْ شَآءَ الله শিশুর মুখ দিয়ে প্রথম শব্দ اللہ বের হবে।

আরও কথা বলা শুরু করলে তখন কালিমায়ে তায়্যিবা لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ الله বলা শেখান। কিছুলোক তাদের বাচ্চাদেরকে এটা শেখায় যে, আল্লাহ উপরে আছেন , অতএব বাচ্চাদেরকে যখন আদর দিয়ে জিজ্ঞাসা করা হয় যে বাবা! আল্লাহ পাক কোথায়? তখন সে তৎক্ষণাৎ আসমানের দিকে আঙ্গুল উঠিয়ে দেয়, বাচ্চাদেরকে এইভাবে ইশারা করে কখনো শেখাবেন না। মনে রাখবেন! সন্তানের সঠিক প্রতিপালনের শ্রেষ্ঠ সময় হলো শৈশব। কারণ শৈশবে যেসব সৎ ও সুন্দর অভ্যাস শেখানো যায়, জীবনের অন্য কোনো পর্যায়ে আর তা শেখানো সম্ভব হয় না। সন্তানকে আসা-যাওয়ার সময় ‘টাটা-বাইবাই’ শেখানোর পরিবর্তে যদি সালাম দেওয়া শেখান, তবে اِنْ شَآءَ الله সে সারাজীবন এই অভ্যাস ছাড়বে না। যদি ছোটবেলায় সত্য বলার অভ্যাস গড়ে তোলা হয়, তবে সে সারাজীবন মিথ্যাকে ঘৃণা করবে। একইভাবে, শৈশব থেকেই যদি সুন্নাত অনুযায়ী খাওয়া-দাওয়া, ওঠা-বসা, কথা বলা, জুতো পরা, পোশাক পরা এবং চুলে চিরুনী করার অভ্যাস গড়ে তোলা হয়, তবে সে কেবল নিজেও এসব

পবিত্র অভ্যাস ধরে রাখবে না, বরং তার এই সুন্দর গুণাবলী তার সাথে থাকা অন্যান্য শিশুদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়তে শুরু করবে। সন্তানের সঠিক প্রতিপালন না হওয়ার কারণে খোদা না করুক তারা যদি গুনাহের পথে পরিচালিত হয়, তবে এমন সন্তান দুনিয়াতে মা-বাবার অপমান ও লাঞ্ছনার কারণ হওয়ার পাশাপাশি পরকালেও মা-বাবার জবাবদিহিতার কারণ হতে পারে। যেমনটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এক ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন: "তোমার সন্তানের উত্তম লালন-পালন ও শিক্ষা নিশ্চিত করো, কারণ তোমার সন্তান সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তুমি তাকে কেমন প্রতিপালন করেছ এবং কী শিক্ষা দিয়েছ।"

(শুআবুল ঈমান, ৬/৪০০, হাদীস: ৮৬৬২)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! নিজেদের সন্তাদেরকে উত্তম শিক্ষা প্রদান করুন? এর জন্য মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব ‘তরবিয়্যতে আউলাদ’ অধ্যয়ন করুন, এছাড়াও আলা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর পুস্তিকা ‘সন্তানদের হক’ও অধ্যয়ন করুন আর মনে রাখবেন! শিশুদের প্রশিক্ষণের জন্য ভালো পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এটা ব্যতীত সন্তানদের প্রশিক্ষণের স্বপ্ন কখনো পূরণ হতে পারে না।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমাদের প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শৈশবকালও ছিল অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর। কারণ তাঁর মুবারক অস্তিত্বের বরকত ও রহমত শৈশব থেকেই প্রকাশ পেতে শুরু করেছিল। আসুন! আমাদের অন্তরে প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ইশক-ভালোবাসা আরও

বৃদ্ধি করার জন্য তাঁর মুবারক অস্তিত্ব থেকে প্রকাশ পাওয়া সেসব বরকতের কথা শুনি এবং আনন্দে আত্মহারা হই, যেমনটি

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক অস্তিত্বের বরকত

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর দুধভাইয়ের সাথে মিলে ছাগল চড়াতেন। একদিন তাঁর দুধভাই নিজের মায়ের কাছে আরজ করলেন: "আম্মাজান! আমার দুধভাই যখনই কোনো শুষ্ক উপত্যকায় পা রাখেন, তখনই তার সতেজতা ও সবুজ শ্যামলতা ফিরে আসে। যখন ছাগলগুলোকে পানি পান করানোর জন্য কূপের কাছে আসেন, তখন পানি স্বয়ং উঠে কূপের মুখ পর্যন্ত চলে আসে। যখন তিনি ঘুমান, তখন বন্য হিংস্র পশুরা এসে তাঁর পদচুম্বন করে এবং যখনই তিনি রোদে ঘুমান, তখন মেঘ এসে সূর্যের উত্তাপ থেকে তাঁর ওপর ছায়া দেয়। এ কথা শুনে হযরত হালিমাতুস সাদিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বললেন: হে আমার প্রিয় বৎস! তোমার ভাইয়ের খেয়াল রেখো। **(আর-রওযুল ফায়িক, পৃষ্ঠা ৩০৩)**

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহ পাকের এমন একজন পবিত্র রাসূল যাকে মানুষের সাথে সাথে পশুরাও চিনতো যে, ইনি আল্লাহ পাকের আখেরী রাসূল, এই কারণে যে, যখন পশুরা রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চেহারা মুবারক দেখতো তখন তাঁর স্পর্শ পাওয়ার চেষ্টা করত আসুন! এই প্রসঙ্গে একটি ঈমান উদ্দীপক রুহানী ঘটনা শুনি, যেমন;

ইয়েমেনে সফর

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বয়স মুবারক যখন ১০ বছর, তখন তিনি তাঁর চাচা জুবায়েরের সাথে ইয়েমেন সফরে গিয়েছিলেন। পথিমধ্যে তাঁরা এমন এক উপত্যকা অতিক্রম করছিলেন, যেখানে একটি ক্ষিপ্ত ষাঁড়-উট মানুষকে যাতায়াতে বাধা দিচ্ছিল। কিন্তু উটটি যখন রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দেখল, তখন সে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল এবং নিজের বুক মাটিতে ঘষতে লাগল। রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের উট থেকে নেমে সেটির পিঠে সওয়ার হলেন এবং উপত্যকা পার হয়ে তাকে ছেড়ে দিলেন। সফর শেষে ফেরার পথে দেখা গেল সেই উপত্যকাটি পানিতে ভেসে গেছে। ফলে পুরো কাফেলা সেখানে থেমে গেল। রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন, তোমরা আমার পেছনে পেছনে এসো। তিনি উপত্যকার ভেতরে প্রবেশ করলেন এবং সমস্ত কুরাইশ তাঁর পেছনে পেছনে হাঁটতে লাগল। মহান আল্লাহ পানি শুকিয়ে দিলেন। কাফেলা মক্কায় ফিরে এসে সবাইকে এই ঘটনা বলল। তা শুনে সবাই বলল, এই শিশুটির শান-মর্যাদা সত্যিই অনন্য। **(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ২/১৩৯)**

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! জানা গেল যে, আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাধারণ মানুষের মতো ছিলেন না; বরং আল্লাহ পাক তাঁকে বিশেষ নেয়ামত ও সম্মান দিয়ে ভূষিত করেছিলেন। তাই আমাদের উচিত রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মর্যাদা ও মহিমা ব্যাপকভাবে প্রকাশ করা। শুধু তাঁকেই নয়, বরং তাঁর পবিত্র সত্তাকে যারা ভালোবাসেন তাঁদেরকেও ভালোবাসা এবং তাঁর শানে বিয়াদবি করা লোকদের সংস্রব থেকে দূরে থাকা। এ উদ্দেশ্যে দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত

থাকুন, কারণ এই দ্বীনি পরিবেশের বরকতে দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই সুন্দর হয়।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আজকের বয়ানে আমরা নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শৈশব মুবারকের কিছু চিত্তাকর্ষক ঘটনা শোনার সৌভাগ্য অর্জন করেছি।

আহ! যদি সকল পিতা-মাতা রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শৈশব মুবারককে অনুকরণ করে নিজ সন্তানদের সঠিক ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত ও প্রতিপালন করতে পারতেন! اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

শয়ন ও জাগরণের সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন! আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর "১০১ মাদানী ফুল" পুস্তিকা থেকে শয়ন ও জাগরণের সুন্নাত ও আদব শুনি। ✯ শয়ন করার আগে বিছানাকে ভালভাবে ঝেড়ে নিন যাতে কোন ক্ষতিকর পোকা মাকড় ইত্যাদি থাকলে বের হয়ে যায়, ✯ শয়ন করার আগে এ দোয়াটি পড়ে নিন: اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى **(বুখারী শরীফ, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ১৯৬, হাদীস নং- ৬৩২৫)** ✯ আসরের পর ঘুমালে স্মরণ শক্তি কমে যায়। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আসরের পর ঘুমায় আর তার বুদ্ধি কমে যায়, তবে সে যেন নিজেকে তিরস্কার করে। **(মুসনাদে আবি ইয়ালা, ৪র্থ খন্ড, ২৭৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪৮৯৭)** ✯ দুপুরে কায়লুলা (অর্থাৎ কিছুক্ষণ শয়ন করা) মুস্তাহাব। **(আলমগিরী, ৫ম খন্ড, ৩৭৬ পৃষ্ঠা)** হযরত আল্লামা

মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যথাসম্ভব এটা ঐ সমস্ত লোকদের জন্য হবে, যারা রাত জেগে ইবাদত করে, নামায আদায় করে, আল্লাহ্ তাআলার যিকির করে কিংবা কিতাব পাঠ করে অথবা অধ্যয়নে ব্যস্ত থাকে। কেননা, রাত জাগার কারণে যে ক্লান্তি আসে তা দূর হয়ে যাবে। **(বাহারে শরীয়ত, ১৬তম অংশ, ৭৯ পৃষ্ঠা)** ✯ দিনের শুরুতে কিংবা মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে ঘুমানো মাকরূহ। **(আলমগিরী, ৫ম খন্ড, ৩৭৬ পৃষ্ঠা)** ✯ পবিত্রাবস্থায় ঘুমানো মুস্তাহাব এবং ✯ কিছুক্ষণ ডান পার্শ্ব হয়ে ডান হাত গালের নিচে রেখে কিবলামুখী হয়ে শয়ন করুন এরপর বাম পার্শ্ব হয়ে শয়ন করুন। **(প্রাগুক্ত)** ✯ শয়ন করার সময় কবরে শয়ন করার কথা খেয়াল করুন। কেননা, সেখানে একা শয়ন করতে হবে আপন আমল ব্যতীত কেউ সঙ্গী হবে না, ✯ শয়ন করার সময় আল্লাহ্ পাকের স্মরণ, তাহলীল (অর্থাৎ لَا اِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ) তাসবীহ (অর্থাৎ سُبْحٰنَ اللّٰه) এবং তাহমীদ (অর্থাৎ اَلْحَمْدُ لِلّٰه) ঘুম আসা পর্যন্ত পড়তে থাকুন যে, যেই অবস্থায় মানুষ শয়ন করে ঐ অবস্থায় উঠে এবং যে অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে কিয়ামতের দিন ঐ অবস্থায় উঠবে। **(প্রাগুক্ত)** ✯ জাগ্রত হওয়ার পর এ দোয়া পাঠ করুন: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَحْیَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَیْهِ النُّشُوْرُ **(বুখারী শরীফ, ৪র্থ খন্ড, ১৯৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬৩২৫)** অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর পর জীবিত করেছেন এবং তারই দিকে আমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে। ✯ যখন বালক বা বালিকার বয়স ১০ বছর হয়ে যায় তবে তাদেরকে আলাদা আলাদাভাবে ঘুমানোর ব্যবস্থা করা উচিত।

(দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৬৩০ পৃষ্ঠা)

বিভিন্ন ধরণের হাজারো সুন্নাত শিখতে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত দু'টি কিতাব **"বাহারে শরীয়ত"** ১৬তম খন্ড (৩১২ পৃষ্ঠা) এছাড়া ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"সুন্নাত ও আদব"**, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লিখিত পুস্তিকা **"১০১ মাদানী ফুল"** ও **"১৬৩ মাদানী ফুল"** হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد